OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 552 - 560
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 552 - 560
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিকের উপন্যাসে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যা এবং সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শেলী সাহা
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী
Email ID : saha.shally@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Novelists, Manik Bandyopadhyay, Literary Criticisms, Complexity, themes, metaphors, strange imaginations, Critic, Srikumar Bandyopadhyay.

Abstract
Manik Bandyopadhyay is one of the most prominent novelists in Bengali literature. The subject matter of his novels is broad, offering a unique flavor through his presentation style, storytelling techniques, and the way he highlights the personal problems of his characters. The complexity of the issues he presents and the depth of understanding required to grasp them are significant challenges, yet he navigates these effectively.

Critic Srikumar Bandyopadhyay discusses nine of Manik Bandyopadhyay's novels in the eighteenth chapter of his book, 'Bangasahityer Upanyaser Dhara', titled 'Jibone Sanketikata O Uadvot Samasyar Aarop'. In his analysis, the critic emphasizes that various life problems emerge through the themes, metaphors, and the unusual imaginations of the characters in these novels. Furthermore, he highlights aspects such as the novelist's artistic qualities, the novelty and weaknesses of the subject matter, and other significant elements of Bandyopadhyay's work.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। কাহিনির বৈচিত্র্যমুখীনতা, উপস্থাপন রীতি, ভঙ্গি, চরিত্রের মনের উদ্ভট কল্পনা ও জটিলতা এবং মানব মনের একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সমস্যাকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে আমরা তাঁর রচনার মধ্যে একটা ভিন্নস্বাদ অনুভব করি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস রচনার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তিনি প্রায় ৩৯টি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ' শিরোনামে চারটি পরিচ্ছেদ জুড়ে মানিক বন্দ্যোপাধায়ের নয়টি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনাকে সমালোচক মহাশয় চারটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। প্রথমাংশে 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৪), 'পুতুলনাচের

ইতিকথা' (১৯৩৬)। দ্বিতীয়াংশে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'জননী' (১৯৩৫), 'অহিংসা' (১৯৪১), 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৩৮)। তৃতীয়াংশে 'সহরতলী' (১৯৪১) এবং চতুর্থাংশে 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) ও 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩) স্থান পেয়েছে।

সাহিত্য হল সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যার প্রতিফলন। সেই সমস্যা সাহিত্যের আঙিনায় প্রতিফলিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার উপস্থাপন, কাহিনি, চরিত্র ও মানব মনের জটিল সমস্যাকে অনুধাবন করা সহজ বিষয় নয়, সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সিদ্ধ হস্ত এবং সমালোক মহাশয় তাঁর আলোচনায় এই বিষয়গুলিকে পর্যালোচনা করেছেন। সমালোচকের চিন্তা ও মননশক্তি যেভাবে উপন্যাসের বিষয়, চরিত্রগুলিকে উত্থাপন করেছেন, তাতেই তাঁর বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। উপন্যাসগুলির ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, রূপক-সাংকেতিকতা ও চরিত্রের নানাবিধ উদ্ভট কল্পনার মধ্য দিয়ে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে এসেছে তা সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে ঔপন্যাসিকের শৈল্পিকগুণ, বিষয়ের অভিনবত্ব ও দুর্বলতা ইত্যাদি দিকগুলিও প্রাধ্যান্য পেয়েছে।

১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যা আরোপ'-এর কথা বলেছেন। তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাস দুটির পর্যালোচনা করেছেন এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে। প্রথমে আসা যাক 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে। উক্ত উপন্যাসটিতে তিনটি ভাগ রয়েছে। এই তিনটি ভাগের কথা উল্লেখ করে সমালোচক মহাশয় চরিত্রগুলির মধ্যে যে অস্থিরতা দেখানো হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। 'দিবারাত্রির কাব্য' আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকে বলেছেন—

> "দিবারাত্রির কাব্য' একটি বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক-কাহিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।... তথাপি এই সাংকেতিকতার অর্ধভাস্বর আবেষ্টন সত্ত্বেও মানুষগুলিকে রক্ত-মাংসের জীব-হিসাবেই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।"[১]

'দিনের কবিতা' অংশে হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক হেরম্বকে সুপ্রিয়া ভালোবাসে। কিন্তু অভিভাবকের চাপে পড়ে সুপ্রিয়া তার প্রিয় মানুষকে বাদ দিয়ে দারোগা অশোকের অর্ধাঙ্গিনী হয়েছে। তাদের এই দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। বিবাহের পাঁচ বছর পর সুপ্রিয়া সংসার ত্যাগ করে পুরানো প্রেমিক হেরম্বের হাত ধরার ঘোষণা করে। কিন্তু হেরম্ব তার প্রেমিকার প্রেমের ডাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি বরং বিষয়টিকে ছয় মাসের জন্য অতিকষ্টে তুলে রেখেছে। দ্বিতীয়াংশ 'রাতের কবিতা'য় রয়েছে হেরম্ব ও আনন্দের কথা। এবং সেই সাথে স্থান পেয়েছে অনাথ ও মালতীর ব্যর্থ প্রেম, মালতীর মনোবিকৃতির কথা। আনন্দ চরিত্রের সৌন্দর্যের বিকাশের সাথে হেরম্বের কাছে তার আত্মসমর্পণকে উভয়ের ভালোবাসার 'অগ্রগতির স্তর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগ 'দিবা-রাত্রির কাব্য'-এ হেরম্বের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে বাতাস জুগিয়েছে সুপ্রিয়ার আগমন। একদিকে আনন্দ অন্যদিকে সুপ্রিয়া দুজনের মধ্যে 'রূপক-প্রতিভাস' সুস্পষ্ট হয়েছে। সুপ্রিয়ার মধ্যে সংসার রচনার প্রয়াস ও আনন্দের সাংসার বিমুখতা এই দুই নারী দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সাথে হেরম্ব নিজেকে মানিয়ে নিতে অক্ষম হয়েছে। আনন্দের আত্মহত্যা ও অশোকের সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা মানব মনের রহস্যের অন্য একটি দিককে চিহ্নিত করে।

সমালোচক মহাশয়ের মতে উক্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলির আত্মবিশ্লেষণ, জীবনের সাংকেতিকতা ও পাশবিকতার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা 'চমকপ্রদ'। এবং আধুনিক যুগে উপন্যাসের গঠন ও বিষয় নিয়ে যে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে তার অন্যতম প্রচেষ্টার ফসল হল এই উপন্যাস। বিশেষ করে হেরম্ব, আনন্দ, সুপ্রিয়া ও অশোকের জটিল সম্পর্কজাল নিয়ে ঔপন্যাসিকের যে 'রূপক-বিলাস' ভাবনা, চরিত্রগুলির মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আকাঙ্ক্ষার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "লেখকের এই রূপক-বিলাস যে একেবারে ভিত্তিহীন তাহা নহে। যেমন কোনো কোনো স্থূলবস্তুকে হঠাৎ আলোকের দিকে ফিরাইলে তাহার ভিতরটা স্বচ্ছ ও রঙিন বলিয়া মনে হয়, তেমনি এই কয়েকটি নর-নারীর জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে একটা অতর্কিত সংকেতলোকের দ্যুতি ঝলসিয়া উঠে। তাহাদের

> সমস্যা-আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সমস্ত গভীর মানবপ্রকৃতিরহস্যমূলক মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া প্রতিনিধিত্বের দিকটাই অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[২]

'পুতুলনাচের ইতিকথা'-তেও সমালোচকের মতে 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর মতো অসংলগ্নতা বিদ্যমান, তথাপি এখানে বাস্তবতার মাত্রা বেশি। উপন্যাসের বিষয় গাউদিয়া গ্রামের সাধারণ সমাজ জীবনের কাহিনি। কিন্তু এই সাধারণ কাহিনি অপরিচিত হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের বিশেষ মনোভাবের দ্বারা। তাই সমালোচক বলেছেন –

> "এই অপরিচয় সাংকেতিকতার বা রূপকের জন্য নহে; লেখকের মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মনোভাব আছে তাহাই এই আপেক্ষিক অপরিচয়ের হেতু।"[৩]

উপন্যাসের নায়ক শশীর জীবনের সমস্যাগুলি প্রাবন্ধিকের কাছে অনেকটা অসংলগ্ন। নায়কের প্রধান সমস্যা প্রতিবেশীর স্ত্রী কুসুমের তার প্রতি দুর্বোধ্য আকর্ষণ। শশী কুসুমের অনুচ্চারিত আকর্ষণ নিয়ে দীর্ঘসময় খেলা করেছে ঠিকই, কিন্তু প্রেমের আবেদনে ধরা দেয়নি। পরবর্তী সময়ে শশী যখন কুসুমের আকর্ষণ বেদনা অনুভব করে তখন নিজের অবহেলার কারণেই কুসুমকে পায়নি। শশীর এই অবস্থার কথা আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক মহাশয় বলেছেন —

> "এই অভিজ্ঞতায় শশীর মনোরাজ্যে কী পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পরিষ্কার করা হয় নাই। সংসারে ঔদাসীন্য ও গ্রামত্যাগের ইচ্ছা— ইহারা হতাশ প্রেমের এত সাধারণ প্রতিক্রিয়া যে শশীর বিশেষত্ব তাহাতে কিছুমাত্র সূচিত হয় নাই।"[৪]

সমালোচকের মতে শশীর সংসারে ঔদাসীন্য ও গাউদিয়া ত্যাগ করার যে ইচ্ছা তা অতি সাধারণ। উপন্যাসের প্রারম্ভে নায়ক চরিত্রের দুটি দিকের উল্লেখ ছিল, কিন্তু সেই দুটি দিকের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সূচিত হয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উক্ত উপন্যাসের দুইটি খণ্ডাংশ আসাধারণত্বের জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি হল বিন্দুর বিবাহিত জীবনের অস্বাভাবিক ভয়াবহ চিত্র। বিন্দুর স্বামী তাকে অনিচ্ছায় বিয়ে করে পূর্ণ অর্ধাঙ্গিনীর মর্যাদা না দিয়ে রক্ষিতার মতো দূরে রেখে সেই স্বভাবের অনুশীলন করিয়েছে। ফলে মদের নেশা তাকে গ্রাস করে। মদের নেশার জন্য তার নৈতিক অনুশাসন বা বদনামের ভয় নেই। স্বামীর প্রভাবে একজন গৃহিণীর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন পাঠকের মনকে ভয়াবহ সম্ভবনায় বিচলিত করে তুলবে। বিন্দুর শেষ পরিণতির চিত্রও উপন্যাসে অনুপস্থিত। আরেকটি হল কুমুদ ও মতির 'পূর্বরাগ ও দাম্পত্যজীবন' কাহিনি। কুমুদ চরিত্রের অস্থিরতা ও অধঃপতনকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "বিবাহিত জীবনে এরূপ Bohemianism বা উচ্ছৃঙ্খল যাযাবরত্বের চিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর নাই।"[৫]

একদিকে বিন্দুর স্বামী যেমন তার চরিত্রে অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। অপরদিকে কুমুদের প্রণয় অস্থিরতা ও শৃঙ্খলার অভাবের প্রভাব মতির চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত উপন্যাসের তিনটি খণ্ডাংশের কথা উল্লেখ করে চরিত্রগুলির সমস্যার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। একই সাথে তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশী, কুসুম, বিন্দু ও তার স্বামী, কুমুদ ও মতি চরিত্রের জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপের দিকটিকে পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুটি বিখ্যাত উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত—

> "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সহিত আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় মিলে।"[৬]

বলাবাহুল্য অসংলগ্ন অবাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে থাকলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সর্বাধিক জনপ্রিয়' উপন্যাস। এই জনপ্রিয়তার দুটি কারণ হল— পদ্মানদী মাঝির বিষয়ের অভিনবত্ব ও কথ্য ভাষার সরস ব্যবহার। একই সাথে উক্ত উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সম্পর্কে বলেছেন—

> "কিন্তু উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিঁখুত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব-প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ।"[৭]

তিনি মানিকের সৃষ্ট অসামান্য চরিত্র কুবের ও কপিলার অবৈধ প্রেমের দহনজ্বালার চিত্রকে তুলে ধরেছেন। সেই সাথে আরও বলেছেন কীভাবে কুবের নিজেকে শান্ত রেখেছে। তার চরিত্রে কোথাও হৃদয়ের অতৃপ্তির কাব্যসুলভ আতিশয্য নেই। অপর দিকে কপিলা সমালোচকের দৃষ্টিতে—

> "কপিলার আদিম, অসংস্কৃত মনোবৃত্তির মধ্যে ছলনাময়ী নারী-প্রকৃতির সনাতন রহস্য বাসা বাঁধিয়াছে। সে দীর্ঘকাল কুবেরের সম্মুখে মোহজাল বিস্তার করিয়া ও ছদ্ম ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া শেষ পর্যন্ত এক দুর্বোধ্য, অনিবার্য আকর্ষণে সেই ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে— সংগতিসম্পন্ন স্বামিগৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া এক বিপৎসংকুল, অনিশ্চিত অভিসারযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"[৮]

এছাড়াও এসেছে মেজবাবুর কথা। তাকে আভিজাত্য শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে দেখানো হলে 'যবনিকার অন্তরালে' রয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কুবেরের মেয়ে গোপীকে বিয়ের ব্যাপারে কুবেরের ঘর ধবংস হাওয়ার ঘটনা সমালোচকের কাছে—

> "এ যেন ছেলেদের জন্য ট্রয়-নগরী-ধ্বংসের এক গ্রাম্য সংস্করণ, মহাকাব্যের ঝুমুরগানে পরিণতি।"[৯]

সমালোচকের মতে পদ্মানদী এক রহস্যের ইঙ্গিতবাহী। ঔপন্যাসিকের অভিনব সৃষ্ট চরিত্র হোসেন মিয়া। সে এই পল্লীবাসীর কাছে 'বিধাতা-পুরুষ'। আর তার দ্বীপটিকে 'বেহেস্ত-জাহান্নামের অদ্ভুত সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত উপন্যাসের সমাজ চিত্র, হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ সমস্ত মিলে 'এক আশ্চর্য সুসংগতি ও নিখুঁত সম্পূর্ণতা' সাহিত্যের পাঠককে মুগ্ধ করে তুলবে এই উক্তির মধ্য দিয়ে আলোচনার শেষ করেছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **'জননী'** উপন্যাসটিকে সুলিখিত বলে মন্তব্য করেছেন। এই উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন –

> "এই উপন্যাসে কোনো আদর্শবাদের আতিশয্য নাই–মাতৃত্বকে দেবীত্বের পর্যায়ে পৌঁছাইবার কোনো কাব্যসুলভ, কৃত্রিম চেষ্টা নাই, জননী ও গৃহিণী সংসার-বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু; প্রেয়সী ইহার প্রত্যন্তপ্রদেশের একটা বিচিত্র ক্ষণস্থায়ী বর্ণপ্রলেপ। কাজেই বাস্তব-জীবনে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই প্রিয়া হইতে জননীর বিকাশ খুব স্বাভাবিক পরিণতি।"[১০]

শ্যামা এই উপন্যাসের মূল চরিত্র। শ্যামা চরিত্রের বিশ্লেষণ সমালোচনার মূল আকর্ষণ। শ্যামার যৌবন থেকে প্রৌঢ় জীবনের সাংসারিক ঘটনাবহুল কাহিনি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তার স্বামী খেয়ালি মানসিকতার, সেই সাথে দুর্বল চিত্ত ও দায়িত্ববোধহীন। তার ফলে শ্যামার যৌবন বয়সে প্রণয়ের ঘোর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তার চরিত্রে গৃহিণীত্বই অধিক পরিমানে সুপরিস্ফুটিত। শ্যামার দুই সন্তান প্রসবের মধ্যদিয়ে জননীর অনভূতি ও দায়িত্বের যে চিত্র উক্ত উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সমালোচক তাকে 'চমৎকার বিশ্লেষণ' বলেছেন। শ্যামার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন শ্যামার প্রণয় ও সংসার পরিচলনার বিষয়ে স্বামীর সাথে অসহযোগ ও প্রবল বিরোধ। শ্যামার প্রৌঢ় জীবনে যেমন পুত্রবধূর যৌবনের বিকাশ তার কাছে ঈর্ষার বিষয়, তেমনি সে কন্যার দাম্পত্যজীবন সুখময় না হাওয়ার আশঙ্কায় কন্যার প্রতি অসংবরণীয় ক্রোধে জ্বলে উঠে। একই সাথে তিনি উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র মন্দা, বিধানকেও চিত্রিত করেছেন। আলোচনার অন্তিম অংশে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে তার শেষ পরিণতি হিসাবে বলেছেন—

> "শ্যামার প্রথম সন্তানের আবির্ভাবের সঙ্গে যে গ্রন্থের আরম্ভ, তাহার পুত্রবধুর প্রথম প্রসবের সহিত তাহার শেষ— এই ঘটনা যেন সংসাররাজ্যের রাজ্ঞী-পরিবর্তনের ঘোষণ।"[১১]

'জননী' উপন্যাসে সমালোচক কোনো জীবন সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার দিক তুলে ধরেন নি। এছাড়াও উপন্যাসের গঠন, কাহিনি ও চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে দুর্বলতার আরোপের কথাও আলোচিত হয়নি। ঔপন্যাসিক জননী চরিত্রের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাকে চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

'অহিংসা' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত দুটি উপন্যাস অমিশ্রিত অসাফল্যের উদাহরণ বলেছেন সমালোচক। এই দুটি উপন্যাস তিনি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ঘটনার বর্ণনা বা চরিত্র বিশ্লেষণ তেমনভাবে কিছু নেই। 'অহিংসা' উপন্যাসে আশ্রমের ধর্মান্ধতা, ভণ্ডামি ও যৌন লালসার চিত্রকে উদ্ভট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপন্যাসের ত্রুটি হিসেব তিনি বলেছেন কাহিনিতে ঔপন্যাসিকের কোনো স্থির লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হয়নি। কোথাও কোথাও রয়েছে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী প্রচেষ্টা। এবং সেই সাথে ঔপন্যাসিকের নিজের উক্তি উপন্যাসের পরিবেশকে আরও জটিল করে তুলেছে। উপন্যাসের যে বিভিন্ন চরিত্র রয়েছে মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী প্রভৃতি তারা ঠিক বোধ্যগমতার স্তরে আসতে পারেনি। চরিত্রগুলি এক অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় যেন এক কঠিন পরিস্থিতির রচনা করেছে। আর দ্বিতীয় উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত অতি সামান্য এবং উক্ত দুটি উপন্যাসের কাহিনিকে সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ভট কল্পনা বলে উল্লেখ করেছেন—

> "'অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যহীনতার চিহ্ন আরও সুপরিস্ফুট। এই দুইখানি উপন্যাসে গ্রন্থকারের উদ্ভট কল্পনা-প্রবণতা বাস্তবনিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া এক সংগতিহীন ধূম্রলোক রচনা করিয়াছে।"[১২]

৩

'সহরতলী' উপন্যাস সহরতলীর লোকেদের জীবন কাহিনির আখ্যান। উক্ত উপন্যাসের আলোচনার মূলে রয়েছে শ্রমিকদের কথা। সেই সাথে তাদের প্রতিনিধি যশোদা ও মিলের মালিক সত্যপ্রিয়র কর্ম ও সংসার জীবনের সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উপন্যাসের দুই পর্বেই সমালোচকের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে এই দুটি মুখ্য চরিত্রের বিবরণ। আর তাদের বাস্তবিক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রমিকদের নানা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তিনি যশোদা ও সত্যপ্রিয়কে উক্ত উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর শ্রমিকদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত তাদের জীবন খণ্ডিত ও বিকৃত হলেও এদের জীবন খাঁটি ও অকৃত্রিম। সেই সাথে এসেছে সুধীর, নন্দ এবং উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় অজিত ও সুব্রতার কথা। সুধীর শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি এবং যশোদার ভাড়াটে। সমালোচক জানিয়েছেন সুধীর চরিত্রটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এবং তার চরিত্রের ক্রুর ঈর্ষা, বাড়ীওয়ালি যশোদার কাছে প্রণয় নিবেদন ও খুঁত ধরার মানসিকতা চরিত্রটিকে অন্যমাত্রা প্রদান করে।

সমালোচক বলেছেন, এই শ্রমিক সমাজ ভদ্র সমাজের সংস্পর্শের বাইরে নয়। জীবিকার্জনের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র এক। এখানে স্বার্থের সাথে আদর্শের সংঘাত হতে দেখা যায়। এই সংঘর্ষ সত্যপ্রিয় ও মিলের মজুরদের ধর্মঘটের। আর যশোদা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে আরম্ভ করে শ্রমিকদের স্বার্থে ধর্মঘটে প্ররোচনা দিয়ে মিলের মালিক সত্যপ্রিয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত উপন্যাসে যশোদা ও সত্যপ্রিয় এই দুটি চরিত্র একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরিপূরক। যশোদার চরিত্রের কথা বলতে সমালোচক বলেছেন—

> "যশোদার পরিকল্পনার অনন্যসাধারণত্ব পাঠককে মুগ্ধ করে। এমন বলিষ্ঠ, আত্মনীর্ভরশীল, দৃপ্ত-আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন, ভাবপ্রবণতাহীন, অথচ রূঢ় ব্যবহারের অন্তরালে মায়া-মমতায় কোমল, সেবানিপুণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্ত্রীলোক সংসারে, বা সাহিত্যে সুলভ নহে।"[১৩]

যশোদার সমস্ত কার্যকলাপ নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে সব ধরণের রমণীসুলভ আচরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। শ্রমিকদের প্রতি তার আছে একদিকে কঠোর শাসন, অন্যদিকে কোমল সস্নেহ ক্ষমার প্রশ্রয়। সমালোচকের মতে এই দুই বিপরীতমুখী বিকাশ যশোদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অপর দিকে যশোদার ভাই নন্দের কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা, চাকুরিজীবী হওয়ার আকাঙ্খার প্রকাশ ও নন্দের চরিত্রের মেরুদণ্ডহীন দুর্বলতা ইত্যাদির কথা এসেছে। একই সাথে এসেছে ধনঞ্জয়ের কথা। তার ও যশোদার পারস্পরিক সম্বন্ধ রহস্যঘনীভূত হয়ে আছে। দ্বিতীয় পর্বে যশোদা পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব বদ্ধমূল ধারণা কোনো কোনো স্থলে শিথিল হয়েছে। আবার অজিত ও সুব্রতার সংস্পর্শে এসে সে ভদ্র পরিবারের সন্ধান পেয়েছে। যার ফলে তার ব্যবহারে চাল চলনে পরিবর্তন এসে গেছে। তার কাজ মজুরদের সার্বিক উন্নতির

চিন্তা থেকে প্রসার লাভ করেছে ভদ্র পরিবারের সঙ্গীতচর্চার ব্যবস্থা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বে যশোদার প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়েই সে নতুন জীবনযাত্রার সূচনা করবে।

সমালোচক বলেছেন সত্যপ্রিয় চরিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য সৃষ্টি। কৌশলময়, দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যপ্রিয় চরিত্রটি মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি এবং এই শ্রেণির সমস্ত গুণ বর্তমান। সত্যপ্রিয়ের কূটনৈতিক চালে যশোদা পরাজয় হয়েছে। শুধু তাই নয়, সত্যপ্রিয়ের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে শ্রমিকদের বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়ে ফেলে যশোদা। উপন্যাসে দ্বিতীয় পর্বেও সত্যপ্রিয়ের নির্মমতা পারিবারিক জীবনে প্রসারিত হয়েছে। সত্যপ্রিয় মিলের শ্রমিক ও ঘরের জামাতা উভয়ের জন্য একই শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেছে। সমালোচক বলেছেন সত্যপ্রিয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে 'সংকীর্ণ যান্ত্রিকতার' প্রকাশ ঘটেছে। উক্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> 'সহরতলী' উপন্যাসে লেখক বিষয়নির্বাচন ও চরিত্র পরিকল্পনায় মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণত উপন্যাসে যে স্তরের নর-নারীর জীবনসমস্যা বর্ণিত হয়, এখানে তদপেক্ষা নিম্ন স্তরের কথাই আলোচিত হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রাণহীন, নিস্তেজ, একঘেয়ে জীবন-কাহিনীতে যে সরস নূতনত্বের অভাব, তাহা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে অপেক্ষাকৃত সুপ্রচুর। ...ইহাদের সমস্ত স্থূল, ইতর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রাণশক্তির সতেজ স্ফূর্তি প্রচুর ধারায় প্রবাহিত। 'সহরতলী'তে এই নূতন বিষয়ের অভিনব স্বাদবৈচিত্র্য একটা প্রধান আকর্ষণের হেতু।"[১৪]

৪

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে লেখক যৌনব্যাপার সম্পর্কিত উদ্ভট মনোবিকারের ছবি এঁকেছেন। সমালোচকের মতে যৌনতত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটির উৎকর্ষ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই উপন্যাসের নায়ক রাজকুমারের মধ্যে যৌন-কল্পনার অবাধ ব্যপ্তি দেখা যায়। মূল চারটি নারী চরিত্র রিণী, মালতী, সরসী ও কালীকে নিয়ে নায়ক যৌন-কল্পনা বিলাসের এক নিজস্ব জগত গড়ে তুলেছেন। উদ্ভট খেয়ালের বশবর্তী হয়ে রাজকুমার মেয়েদের নগ্ন দেহ দর্শন করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নির্বাহের ইঙ্গিত অনুসন্ধানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ওঠে। সমালোচক বলেছেন, নায়কের 'যৌন আকর্ষণ অসাধারণ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী'। উক্ত উপন্যাসের চারজন মেয়েই রাজকুমারকে মনে মনে কল্পনা করে। নারীর নগ্ন দেহ দর্শনে তার যে এক্সপেরিমেন্ট থিওরি রিণী তা প্রত্যাখান করে। এবং এই প্রস্তাব মালতীর কাছে ব্যক্ত করার অবসর হয়ে ওঠে না। একমাত্র সরসী রাজকুমারকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই সরসী স্বেচ্ছায় দর্শন দিয়েছে। যাকে সমালোচক বলেছেন—

> "সরসীর নগ্ন দেহে সে নিজ অদ্ভুত কল্পনা যাচাই করিবার সুযোগ পাইয়া এত উৎফুল্ল হইয়াছে যে, বোধ হয় নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া এতটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।"[১৫]

সমালোচকের মতে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের বিশ্লেষণ গভীরতা ঔপন্যাসিকের ফ্রয়েডের অনুমান সিদ্ধান্তের স্তর অবধি সীমাবদ্ধ। নায়ক চরিত্রটিকে 'রূপক বা ব্যক্তি' যে হিসাবে ধরা হোক, বাস্তব জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন ও অনুদ্‌ঘাটিত দিক থেকে যবনিকা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। একই সাথে লেখকের শিল্পচাতুর্যের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যায় না। উপন্যাসের বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকের উক্তি—

> "এই উপন্যাসে যৌন কল্পনার অবাধ ব্যাপ্তি ও বিচরণের, ইহার সূক্ষ্মতম, অনির্দেশ্যতম খেয়াল-পরিতৃপ্তির, উপযোগী প্রতিবেশ আশ্চর্য কলাকৌশলের সহিত রচিত হইয়াছে। এই প্রতিবেশে সমাজ-জীবনের সমস্ত নৈতিক অনুশাসন ও নিয়ম-সংযম, ইহার ভাবী ও স্থায়ী উপাদান ও মনোবৃত্তিসমূহ— এক কথায় ইহার মধ্যে ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে—সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া এক লঘু স্বপ্নাবেশমন্থর, স্বপ্রতিষ্ঠ ও আত্মকেন্দ্রিক জগৎকে সৃষ্টি করা হইয়াছ।"[১৬]

'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসের মূল চরিত্র তারক। সে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক। কিন্তু দলের রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। তার কাছে পার্টির জীবনাদর্শ ও জীবনযাত্রা প্রণালী অনেকাংশেই দুর্বোধ্য ও খাপছাড়া বলে মনে হয়েছে।

তার দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক দলগত মতবাদের প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়নি। সমালোচকের মতে তারক একজন সাধারণ, আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিকের বিচারবুদ্ধির অনুসরণকারী। তারকের যেটুকু ব্যক্তিগত পরিচয় তুলে ধরেছেন, তাতে চাকরিতে তার অনিচ্ছা, চাকরি না করার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করেছে। আর তারকের এই পরিচয় খুবই সাধারণ। সীতানাথ ও মনোজিনীর কাহিনি উপন্যাসের মূল অংশের তুলনায় 'উজ্জ্বলবর্ণে ও মানব-প্রকৃতির রহস্যজড়িত' বলে উল্লেখ করেছেন। সমালোচক অতি সংক্ষেপে উক্ত উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মনোভাব থেকে ঔপন্যাসিক সম্ভবনা ও ত্রুটি কথা তুলে ধরেছেন—

> "ঔপন্যাসিক ভারকেন্দ্র একটু দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কোনো অনিদির্ষ্টনামা রাজনৈতিক দলের মতবাদ ও কর্ম্মপদ্ধতি আলোচনা তারকের চরিত্রের ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত করার ইচ্ছা হয়তো লেখকের ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যত পূর্ণ হয় নাই।...সুতরাং উপন্যাসের প্রধান বিষয় হইতেছে, এই রাজনৈতিক দলের চিন্তা ও কর্মধারার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা। ইহার মধ্যে যতটা তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় আছে, ততটা ঔপন্যাসিক রসসৃষ্টির নাই।...গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে যে অংশে ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা ও উৎকর্ষ আছে তাহা মনোজিনীর সহিত সীতানাথের সম্পর্ক ও প্রসঙ্গক্রমে যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে দলের বিশেষ মতবাদ ও আদর্শ বিষয়ক।"[১৭]

৫

'সমালোচনা' জীবনের ক্ষেত্রে হোক বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য নিয়ে যখন সমালোচনা করা হয়, তখন তার রচিত সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য থেকে দুর্বলতার দিকগুলি পাঠকের কাছে প্রতিফলিত হয়। সমালোচনা সাহিত্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট নাম। তার সমালোচনা বাংলা সাহিত্যকে পুরিপুষ্ট করেছে। তিনি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিশ্লেষণ করেছেন। এবং নাম দিয়েছেন— 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ'। মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলো রূপক-সংকেত ও কল্পনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এক নতুন দিকের সূচনা ঘটিয়েছেন। তাকেই সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলেন সমালোচক মহাশয় তাঁর সমালোচনায়। তিনি ঔপন্যাসিকের রচনায় দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরলেন— বিষয়ের নানামুখী বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা।

বহু বাংলা উপন্যাসের বিষয় ছিল পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, রোমান্স ও মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের মনের ও জীবনের সমস্যার রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের যৌন-কল্পনা, উদ্ভট চিন্তা বা মনের খণ্ডাংশ সাহিত্যের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ব্যক্তি প্রাধান্য দেখা যায় যেমন— হেরম্ব, হোসেন মিয়া, শ্যামা, যশোদা, রাজকুমার। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-ভালোবাসা, জীবনের খণ্ডাংশ, মনোবিকার, উদ্ভট চিন্তা, অবাধ যৌন- কল্পনা ও যৌনচেতনা তাঁর উপন্যাসের প্রধান সুর। সমালোচক মহাশয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উক্ত বিষয়গুলোকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের রাজকুমার। একদিকে উদ্ভট কল্পনা অন্যদিকে সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রাণকেন্দ্র। এখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসগুলি বিচার করে ঔপন্যাসিকের মৌলিক অবদানের বিষয় সম্পর্কে বলেছেন—

> "এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার সুর ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, জীবন আলোচনার স্বকীয় রীতিটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে উদ্ভট কল্পনাবিলাস ও সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যালোচনা তাঁহার 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় লক্ষ্যগোচর হয়, সেই উভয় বিশেষত্বই হয় মিশ্রিত না হয় এককভাবে তাঁহার সমস্ত রচনাতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উপন্যাসের আসরে এই নূতন সুরপ্রবর্তনাই তাঁহার মৌলিকতার নিদর্শন।"[১৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, নয়টি উপন্যাসে যেখানে বিষয়ের বৈচিত্র্য, মৌলিকতা, উদ্ভট সমস্যা, উদ্ভট কল্পনার চিত্র দেখা দিয়েছে সমালোচক মহাশয় তা তুলে ধরেছেন। তিনি 'দিবারাত্রির কাব্য'-এ রূপকের কথা উল্লেখ করেছেন। হেরম্ব, মালতী, আনন্দের আলোচনা এলেও 'অশোক' চরিত্রটি যেন কোথাও অবহেলিত হয়ে থেকে গেছে। একই সমস্যা দেখা যায় 'পুতুল

নাচের ইতিকথা'র ক্ষেত্রেও। শশীর আলোচনার অপূর্ণতা অনুভব হয়। সেই সাথে তিনি বললেন লেখকের 'একটা বিশিষ্ট মনোভাব আছে'। কিন্তু সেই মনোভাব শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হল না। 'পদ্মান্দীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনায় কুবেরের স্ত্রী মালার ভূমিকা অনুপস্থিত। অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হতে দেখা গেল 'অহিংসা' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' উপন্যাস দুটি। দুটি উপন্যাসে উদ্ভট কল্পনার কথা বললেন ঠিকই কিন্তু তাঁর আলোচনায় উদ্ভট-কল্পনার চিত্র তেমনভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুধু সমস্যার কথা উল্লেখ করে গেছেন। এখানে যেন আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়।

তা সত্ত্বেও, সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপায়ের 'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ' শিরোনামে আলোচনাটি পাঠককে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য, রসাস্বাদ, বিচার বিশ্লেষণ, ঘটনা ও চরিত্রগুলির সাথে পরিচিত হতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এবং সমালোচনা সাহিত্যের সার্থকতা এখানেই।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬-১৭, পৃ. ২৭৯
২. তদেব, পৃ. ২৭৯
৩. তদেব, পৃ. ২৮০
৪. তদেব, পৃ. ২৮০
৫. তদেব, পৃ. ২৮০
৬. তদেব, পৃ. ২৭৯
৭. তদেব, পৃ. ২৮০
৮. তদেব, পৃ. ২৮১
৯. তদেব, পৃ. ২৮১
১০. তদেব, পৃ. ২৮১
১১. তদেব, পৃ. ২৮২
১২. তদেব, পৃ. ২৮২
১৩. তদেব, পৃ. ২৮৩
১৪. তদেব, পৃ. ২৮২
১৫. তদেব, পৃ. ২৮৫
১৬. তদেব, পৃ. ২৮৪
১৭. তদেব, পৃ. ২৮৬
১৮. তদেব, পৃ. ২৮০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬-২০১৭

সহায়ক গ্রন্থ :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দিবারাত্রি কাব্য', ডি.এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৪৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পুতুল নাচের ইতিকথা', প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৬৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মানদীর মাঝি', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৬১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জননী', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অহিংসা', লেখাপড়া, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', ক্যাতায়নী বুক স্টল, ২০৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চতুষ্কোণ', বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪২